## Bengali(H)-2nd Semester

**Topics** – ইংরেজি সাহিত্যে কীটস-এর রচনা বৈশিষ্ট্য ও বাংলা সাহিত্যে প্রভাব।

ইউরোপীয় সাহিত্যে রোমান্টিকতার ইতিহাসে কবি জন কিটস(১৭৯৫-১৮২১খ্রিঃ) সৌন্দর্য তন্ময়তার,ভাব নিবিড়তার এক সার্থক রূপশিল্পী। তিনি বিশুদ্ধ রোমান্টিক রসের কবি।সমকালীন রাজনৈতিক আবর্ত থেকে বহুদূরে সৌন্দর্যের উপাসনায় মগ্ন ছিলেন কবি কীটস।স্কুলে পড়াকালীন স্কুলের হেডমাস্টারের ছেলে কাওডেনের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে একে একে হ্যাজলিট,শেলি,চিত্রকর হেডেনের সঙ্গে পরিচয় হয়।হেডেনের গৃহে কেবল ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে আলাপ জমে তাই নয়,গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন কবিতার দিকে।তাঁর প্রথম কবিতা '**Lines in Imitation of Spenser'**।

এছাড়াও কীটসের উল্লেখযোগ্য কবিতা গুলির মধ্যে প্রথম দিকের '**Stood Tip-toe Upon a Little Hill'**ও '**Sleep and Poetry**' কবিতা দুটিতে আড়ষ্টতার নিগড়ে বাঁধা তাঁর প্রকাশ ব্যাকুলতাই '**Endymion**'কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।এছাড়া ও '**The Eve of St. Asked**','**LA Belle Dame Sans Merci**','**Ode to Nightingale**','**To Autumn**','**Hyperion**',কাব্যগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।'**Eve of st. Agnes**'কাব্যটির উপজীব্য বিষয় প্রেম।এখানে মধ্যযুগীয় পরিমন্ডল সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কীটস। বকাচ্চিও-র এক করুণ প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় '**Isabella, or the pot of Basil**'কবিতাটি। বিভিন্ন সময়ে সর্বমোট আঠেরোটি ওড জাতীয় কবিতা রচনা করেছিলেন কীটস। তবে সনেটে প্রচলিত রীতি ভেঙে দিয়ে নতুন কোনো রীতি গড়ে তোলায় কীটসের আগ্রহ না থাকলেও কিছু সময় সনেটের চরণ বিন্যাস হয়ে উঠেছে পরীক্ষামূলক।

রচনা বৈশিষ্ট্য:

- অতীতচারিতা-কিটস ভাবরাজ্যের মানুষ। কবি হিসেবে তিনি অর্জন করতে চেয়েছিলেন নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি।সমাজ নিরপেক্ষ এই অনুভূতির উপকরণ নিয়ে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর কাব্য।কল্পনা ডানা মেলে বার বার তিনি সমকাল থেকে উড়ে গেছেন রহস্যময় মধ্যযুগে বা প্রাচীন পৌরাণিক যুগে।ইজাবেলা,হাইপেরিয়ন,ল্যামিয়া,লে বেলে ড্যামে স্যানস মার্সি-সর্বত্রই তিনি হয়ে উঠেছেন অতীতচারী।
- প্রকৃতিপ্রীতি-কিটস যেখানেই সৌন্দর্যের প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন সেখানেই মগ্ন হয়েছেন।সৌন্দর্যপিপাসা নিয়েই তিনি যেমন সমাহিত হয়েছেন প্রকৃতির মধ্যে তেমনি রূপদক্ষ শিল্পীর মতো শব্দে শব্দে সেই রূপ সৌন্দর্যকে সাজিয়ে গেছেন তাঁর কাব্যে।এর ফলে তাঁর কাব্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে চিত্ররূপময়তা।যেমন-

**' While barred clouds bloom the soft dying day**

And touch the subtle-plains with rosy hue… '

(Ode to Autumn)

- ইন্দ্রিয়পরতা- ওয়ার্ডওয়ার্থ-শেলি প্রমুখ কবিরা বিশ্ববিথারী তথা বিশ্বাতীত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন আপনাপন মনোমুকুরে,কীটস সৌন্দর্য কে দেখেছেন দু'চোখ ভরে,মনের চেয়ে ইন্দ্রিয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি।তিনি অনুভব করেছেন সৌন্দর্যের ভিতর সত্য নেই, সৌন্দর্যই সত্য।
- চিত্ররূপময়তা- প্রকৃতিকে আশ্রয় করে কিটসের কবিতার চিত্ররূপময়তা বৈশিষ্ট্য প্রধানত গোচরীভূত হলেও, কিটস সর্বত্রই দৃশ্যমুগ্ধ। কবিতা লিখতে গিয়ে চোখে দেখা ছবিকে কথায় কথায় সাজিয়ে যান তাঁর কাব্যে।তাই তাঁর 'Ode to Autumn'কবিতাটি যেমন চিত্র রূপময়,তেমনি 'Bright star… ','O Solitude'-এর মতো সনেট গুলি, মেডলিনের ধ্যানমৌন রূপ, ইজাবেলার বিষাদ ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই তিনি একের পর এক ছবি এঁকে যান,আর এই ছবিগুলি একটির পর একটি যুক্ত হয়ে কাব্যকে এগিয়ে নিয়ে চলে চিত্ররূপময়তার মধ্য দিয়ে।

বাংলা কাব্যে কীটসের প্রভাব :

রোমান্টিক কীটসের প্রভাব মাইকেল -হেমচন্দ্রের মতো কবিদের খুব বেশি প্রভাবিত না করলেও হেমচন্দ্র 'বৃত্রাসুর বধ' কাব্যে পরাজিত দেবতা চরিত্র গুলি অঙ্কনে কীটসের 'হাইপেরিয়ন'-এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন।কিটসের কাব্য বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়ে দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবি মানসে।কিটসের'Ode to Fancy'অনুসরণে তিনি রচনা করেন 'কল্পনা' কবিতাটি।রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য -ব্যাকুলতার মধ্যে যে -সব বিদেশী কবিদের নেপথ্য প্রেরণা রয়েছে -কিটস তাঁদের মধ্যে অন্যতম।রবীন্দ্রনাথের' উর্বশী','পূজারিণী'প্রভৃতি কবিতায় নারী-সৌন্দর্য বর্ণনায় কীটসীয় দৃষ্টিভঙ্গিই ক্রিয়াশীল বলে মনে হয়।আধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে ও কিটসের প্রভাব বর্তমান। জীবনানন্দ দাসের 'অবতারের গান'কবিতার নেপথ্যে কীটসের'Ode to Autumn'এবং 'Ode on Indolence'কবিতার ভূমিকা রয়েছে।জীবন কবিতায়ও কীটসের 'Ode to a Nightingale'কবিতার প্রভাব স্পষ্ট। যেমন-

'The weariness, the fever and the fret

Hear, where men sit and hear each other groan, '

এবং 'রোগীর জ্বরের মত পথের জীবন'

কীটস-এর কবিতার আবেদন আজও অম্লান।তাঁর কাব্য ,তাঁর অপরিমেয় সাধ- ভালো বাসার-আকাঙ্ক্ষার, হৃদয়ের নানাবিধ মধুর আলোড়নের অম্লানায়মান ইতিবৃত্ত।

……×……×……